চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর
- সার্বক্ষণিক সদস্য
- সচিব
- পরিচালক প্রশাসন
- পরিচালক অর্থ
- পরিচালক পরিবীক্ষণ-১/২
- উপ-পরিচালক প্রশাসন/পরিবীক্ষণ
- সহকারী পরিচালক প্রশাঃ/পরিবীক্ষণ
- চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব

চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা
www.nrcc.gov.bd

বিষয়: মাগুরা জেলার সদর উপজেলাধীন নবগঙ্গা এবং শ্রীপুর উপজেলাধীন কুমার নদের দখল, দূষণ এবং নাব্যতার বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী : মোঃ আবুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ মাগুরা জেলার সদর উপজেলাধীন নবগঙ্গা নদী এবং সদর ও শ্রীপুর উপজেলাধীন কুমার নদ দখল, দূষণ এবং নাব্যতা সংকটের বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব জনাব মো: মাহবুবুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মাগুরা, জনাব ইসরাত জাহান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাগুরা সদর, জনাব মোঃ সারোয়ার জাহান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা। এছাড়াও পরিদর্শনকালে সহায়তার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সহকারী পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়) জনাব মোঃ তৌহিদুর রহমান এবং সহকারী প্রধান (জিওটেকনিক্যাল) জনাব মোঃ তৌহিদুল আজিজ উপস্থিত ছিলেন।

সরেজমিনে পরিদর্শন:
সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, মাগুরা শহরের নতুন এবং পুরাতন বাজার এলাকায় প্রবাহিত নবগঙ্গা নদীর দুই তীরে কিছু কিছু দখল এবং দূষণ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও নতুন বাজার এলাকায় নদীর তীরের বিভিন্ন অংশে পৌরসভার বর্জ্য স্তুপ আকারে জমা করা হয়েছে। এছাড়া নতুন বাজার ব্রীজের নিকটে নদী এবং ফোরশোরে নির্মিত বাসাবাড়ি এবং অন্যান্য স্থাপনা হতে সুয়ারেজ লাইন নদীতে সংযোগ দেয়া হয়েছে ফলে প্রতিনিয়তই পয়ঃবর্জ্য ও বিভিন্ন আবর্জনা দ্বারা নদীর পানি প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে।

চিত্র-১: নবগঙ্গা নদীর তীরে স্তুপকৃত আবর্জনা

পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা জনাব মোঃ সারোয়ার জাহান এর নিকট হতে জানা যায় যে, নবগঙ্গা নদীর মূলত ৭ টি পয়েন্ট রয়েছে। যেখানে নদী দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও পৌরসভার আবর্জনা নদীর তীরে যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে। মাগুরা পৌরসভা এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নদী হতে দূরে ডাম্পিং জোন করা হলে নদীর দূষণ অনেকটা কমে যাবে।

চেয়ারম্যান-এর দপ্তর
04 FEB 2025
ডায়েরী নম্বর ২৮০৪

চিত্র-২: নতুন বাজার ব্রীজ সংলগ্ন নবগঙ্গা নদীতে স্তুপকৃত আবর্জনা

চিত্র-৩: নতুন বাজার ব্রীজ সংলগ্ন নবগঙ্গা নদীতে দূষণ ও দখল

চিত্র-৪: নতুন বাজার ব্রীজ সংলগ্ন নবগঙ্গা নদীতে ড্রেনের মাধ্যমে দূষণ

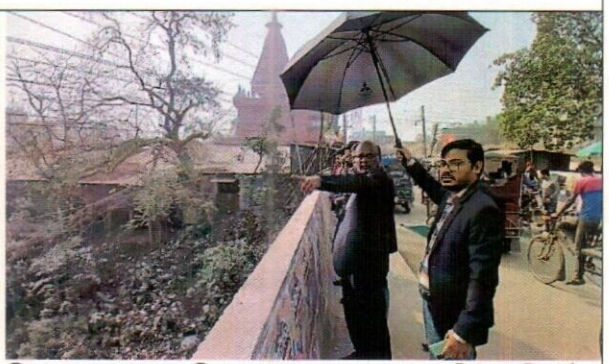

চিত্র-৫: নবগঙ্গা নদীর দখল ও দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন করছেন কমিশন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল ইসলাম

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাগুরা সদর জনাব ইসরাত জাহান এর নিকট হতে জানা যায় যে, নতুন বাজার ব্রীজ সংলগ্ন নবগঙ্গা নদীর দখলদার উচ্ছেদে উচ্ছেদ নথি সৃজন করা হয়েছে। শীঘ্রই উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু হবে।

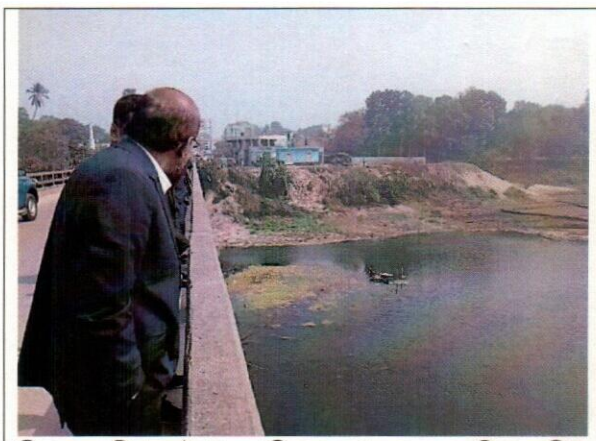

চিত্র-৬: শ্রীপুর উপজেলাধীন কুমার নদের শ্রীপুর ব্রীজ সংলগ্ন অংশের দখল ও দূষণ সরেজমিন পরিদর্শন করছেন কমিশন চেয়ারম্যান

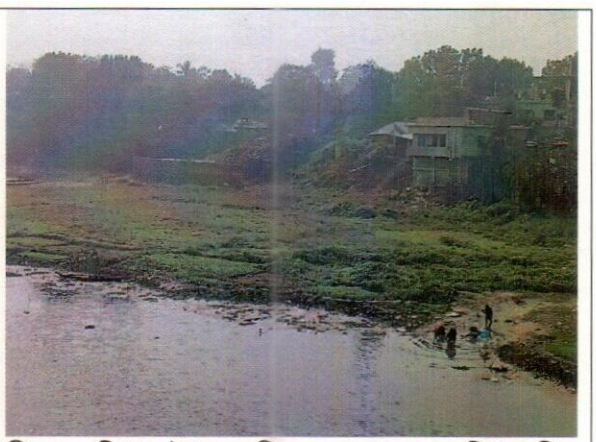

চিত্র-৭: শ্রীপুর উপজেলাধীন কুমার নদের শ্রীপুর ব্রীজ সংলগ্ন অংশ

মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলাধীন কুমার নদের শ্রীপুর ব্রীজ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ব্রীজের পাশে নদীর তীরে আবর্জনা স্তুপ আকারে ফেলা হয়েছে। এছাড়া নদীর তীরের বিভিন্ন অংশে বালু ভরাট করা স্থাপনা নির্মান কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। কুমার নদের বিভিন্ন স্থানে নাব্যতা সংকটের পাশাপাশি নদীর বিভিন্ন অংশে সিলটেশন হয়ে চরে পরিণত হয়েছে। পরিদর্শনকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা জনাব মোঃ সারোয়ার জাহান এর নিকট হতে জানা যায় যে, কুমার নদের খনন কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তিনি আরও বলেন, কুমার নদের উৎস মুখ হতে পতন মুখ পর্যন্ত খনন করা না হলে এই খনন কার্যক্রম সফল হবেনা।

মহামান্য হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা: ১। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নম্বর-৩৫০৯/২০০৯ এর ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯ তারিখের রায়ে বিজ্ঞ আদালত নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন:

"উল্লেখ্য যে, বিভাগ পূর্ব সমগ্র বৃহত্তর বঙ্গাদেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Cadastral Survey অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত জরিপের ভিত্তিতে ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত হয়। উক্ত সিএস ম্যাপ ও খতিয়ান এখনও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আইনের দৃষ্টিতেও এই সিএস ম্যাপ এবং সিএস খতিয়ান এর একটি presumptive value রহিয়াছে। এই কারণে সিএস ম্যাপকেই আমরা নদীর সীমানা নির্ধারণের প্রাথমিক মাপকাঠি হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। অতএব, নদী বলিতে সিএস ম্যাপে যে স্থানে নদী প্রদর্শন করা হইয়াছে সেই স্থানটিকেই নদী বলিয়া আপাত স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে"।

২। মহামান্য আপিল বিভাগের সিভিল পিটিশন লিভ টু আপিল নাম্বার-৩০৩৯/২০১৯ এর ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালের রায়ে বিজ্ঞ আদালত নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

"The Government must be very cautious about deciding the matter and the Government shall not under any circumstances lease or sale any land within the boundary of river Turag including foreshore areas or for that matter any other river of Bangladesh to protect the biodiversity, ecological balance and environment of Bangladesh.

The Government/concerned authorities must bear in mind that at the time of survey, it shall always start the survey from C.S map and then go to R.S map and not the other way round."

সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক নবগঙ্গা নদী ও কুমার নদের অবৈধ দখল উচ্ছেদ, দূষণ রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নিম্নরূপ সুপারিশ করা হলো:

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	মহামান্য হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা ও আদেশ এবং বিদ্যমান আইন ও বিধি মোতাবেক নবগঙ্গা এবং কুমার নদের সীমানা নির্ধারনপূর্বক সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক, মাগুরা ২.নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা
২।	নবগঙ্গা নদী এবং কুমার নদ এবং তার ফোরশোরে অবস্থিত বাসাবাড়ি এবং বাজারের সুয়ারেজ লাইন হতে নদীতে নির্গত দূষণ এবং নদীতে আবর্জনা ডাম্পিং অতিদ্রুত বন্ধে সকল স্যানিটেশন পাইপ উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক, মাগুরা ২. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাগুরা ৩. সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, মাগুরা জেলা কার্যালয়। ৪. প্রশাসক, মাগুরা পৌরসভা।
৩।	মাগুরা পৌরসভা এবং শ্রীপুর পৌরসভা এলাকার সকল আবর্জনা নদী বা নদীর তীরসংলগ্ন এলাকায় ডাম্পিং বন্ধসহ পৌরসভার সকল আবর্জনা নদী বা নদীর ফোরশোর হতে অন্যত্র অপসারণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে নদী বা নদীর ফোরশোরে আবর্জনা ডাম্পিং করা না হয় সে জন্য নদী বা জলাশয় হতে দূরে ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন করতে হবে।	প্রশাসক, মাগুরা পৌরসভা/ শ্রীপুর পৌরসভা

৪।	নবগঙ্গা নদী ও কুমার নদসহ জেলার অন্যান্য নদীর নাব্যতা সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা

০৪/০২/২৫

মোঃ আবুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

স্মারক নম্বর- ১৮.২০.০০০০.০০৯.১৬.০০৩.২৪-২৩

তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪৩১ / ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. জেলা প্রশাসক, মাগুরা ও আহবায়ক, জেলা নদী রক্ষা কমিটি
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাগুরা
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মাগুরা
৪. প্রশাসক, মাগুরা/ শ্রীপুর পৌরসভা, মাগুরা
৫. সহকারী পরিচালক, মাগুরা জেলা কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর- ১৮.২০.০০০০.০০৯.১৬.০০৩.২৪-২৩/১(৭)

তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪৩১ / ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সচিব, ভূমি/পানিসম্পদ/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ও আহবায়ক, বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি
৪। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
৫। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা
৬। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন [চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৭। দপ্তর নথি

০৪/০২/২০২৫

মোঃ তৌহিদুল আজিজ
সহকারী প্রধান (জিও টেকনিক্যাল)